34

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 12 DEC 1998 ...
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

হরতাল-পরীক্ষা মুখোমুখি শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বেকায়দায়

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক।। বিএনপির ডাকা আগামীকাল রোববারের হরতাল নিয়ে আতংকিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষ আর শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা। কারণ রাজধানীসহ সারাদেশেই কলেজ-স্কুলগুলোতে এখন চলছে বার্ষিক পরীক্ষা। একই সময় চলছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা। হরতালের দিনের পরীক্ষাটিও পিছিয়ে নেয়ার মতো কোন দিন হাতে নেই। অবশ্য অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা পিছিয়ে রমজানে নেয়া হয়েছে।

স্কুলগুলোতে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে। এরপর রয়েছে ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস, এর দিন তিনেক পর থেকে শুরু রমজান। সব মিলিয়ে মহা বেকায়দায় পড়েছেন শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো।

অনেক স্কুলেই পরীক্ষা প্রায় শেষ পর্যায়ে। প্রায় সবগুলো স্কুলেই রোববার পরীক্ষার জন্য ছিল নির্ধারিত। বিএনপি তাদের হরতাল ডেকেছে বৃহস্পতিবার রাতে, পরদিন শুক্র ও শনিবার ছুটির দিন। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষ তাদের নেয়া সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদেরকে জানাতে পারছেন না। এছাড়া হরতালের দিনের পরীক্ষা পেছানো নিয়েও দেখা দিয়েছে সমস্যা। কারণ রমজানের আগে যে ক'দিন খোলা পাওয়া যাবে সে ক'দিন আগে থেকেই পরীক্ষার জন্য নির্ধারণ করা আছে। মাঝখানে শুধু ছুটির দিন রয়েছে। তাও ১৪ই ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস এবং ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস। ফলে এই দু'দিন পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব নয়। আজ হরতালের দিন

বেকায়দায় ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

বেকায়দায় ঃ শিক্ষার্থী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষা নেয়া কতটা সম্ভব তা বিএনপি নেতারাই জানেন।

এদিকে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা প্রচণ্ড দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। কারণ তারা জানেন না রোববারের পরীক্ষা হবে কিনা। এটি নিশ্চিত হতে গেলেও তাদের পরীক্ষার্থীদেরকে নিয়ে রোববার পরীক্ষার নির্ধারিত সময়ে স্কুলে হাজির হতেই হবে। হয়তো সেখানে গিয়ে দেখা যাবে পরীক্ষা হচ্ছে না। কিন্তু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হরতালের দিন পিকেটারদের বোমাবাজি-ধাওয়া এড়িয়ে স্কুলে যাওয়া যাবে কিনা সে নিশ্চয়তা হরতাল আহ্বানকারী বিএনপির নেতারা এখনও দেননি।

সব মিলিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে পড়েছেন মহাফাঁপরে। বিশেষ করে অভিভাবকরা প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় আছেন ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা নিয়ে।

হরতালের নিন্দা

শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক গতকাল এক বিবৃতিতে সারাদেশে স্কুল-কলেজে পরীক্ষার দিনে বিরোধীদলের হরতাল আহ্বানের নিন্দা করেছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, সারাদেশে প্রায় ৭০ হাজার বিএ ও অনার্স পরীক্ষার্থী ১৩ই ডিসেম্বর পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। একই দিন ছিল অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা। সারাদেশের স্কুলগুলোতেও এখন বার্ষিক পরীক্ষা চলছে। এমন অবস্থায় শুধু রাজনৈতিক স্বার্থে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের হয়রানি করা হচ্ছে।

মন্ত্রী বলেন, হরতাল আহ্বানকারী নেতাদের সাথে যোগাযোগ করেও তাদের কাছ থেকে সাড়া না পাওয়া হতাশাজনক। তিনি বিরোধীদল হরতাল প্রত্যাহার করে আতংক থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

শিক্ষক নেতাদের বিবৃতি ঃ এছাড়া সরকারি-বেসরকারি স্কুল-কলেজ শিক্ষকদের বিভিন্ন সমিতির ৪৮ জন নেতা এক বিবৃতিতে শিক্ষার স্বার্থে রোববারের হরতাল প্রত্যাহারের জন্য বিরোধীদলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে সইকারীদের মধ্যে রয়েছেন শেখ আমানুল্লাহ, অধ্যক্ষ এ. কে. এম জাহিরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, সেলিম ভূঁইয়া, মাল আকবর ও অধ্যাপক শাজাহান মিয়া।

অপর এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ডঃ মু আখতারুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান পরীক্ষার সময় হরতালকে অবিবেচনাপ্রসূত উল্লেখ করে হরতাল প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছেন।